০৩-০৭-১৮ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা -- অন্তর্মুখী হয়ে পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকো, সদা শ্রীমৎ অনুসারে চলতে থাকো তাহলে তোমাদের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ হবে, এই সময়টি হল নিজের ভাগ্য নির্মাণের"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের উঁচু বা শ্রেষ্ঠ ভাগ্য কি, যার দ্বারা তোমরা সম্পূর্ণ সৃষ্টির ভাগ্যকে জানতে পারো ?

উত্তর : - স্বদর্শন চক্রধারী হওয়া - এই হল সবচেয়ে শ্রেষ্ঠতম ভাগ্য। তোমরা ব্রাহ্মণ এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছ। তোমরা নিজের ভাগ্যকে জেনেছ অর্থাৎ সম্পূর্ণ সৃষ্টির ভাগ্যকেও জেনেছ । বাবা এসেছেন বাচ্চারা তোমাদের হীরে সম ভাগ্য নির্মাণ করতে। স্মৃতিতে যেন থাকে স্বয়ং ভগবান আমাদের ভাগ্য নির্মাণের জন্যে পড়াচ্ছেন ফলে ভাগ্য উদয় হতেই থাকবে।

গীত :- আগত দুনিয়ার তুমি হলে সেই চিত্র, যাকে দেখে করবে গর্ব বিশ্ব, সেই দুনিয়ার তুমি হলে সৌভাগ্য....

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গানের দুটি শব্দ শুনেছে। শুনলেই নিজের ভাগ্যের নেশা গভীর হওয়া উচিত। এ হল অবিনাশী নেশা, কম হওয়া উচিত নয়। কোনো মানুষ বিত্তবান পদম পতি হলে রাত দিন এই নেশায় থাকে যে আমরা খুব ধনবান, সম্পত্তিবান। নেশা হয় সম্পত্তির। বাবা হলেন ভাগ্য নির্মাতা। এখন তো ভাগ্যহীন অবস্থা হয়েছে। কড়ি সম ভাগ্য নাকি হীরে সম - সে তো তোমরা বিচার করতে পারো। বেহদের বাবা সম্মুখে বসে ভাগ্য নির্মাণ করছেন। সেসব তোমরা জানো, দেখছ। পরম পিতা পরমাত্মাকে দেখছ ? নাকি জেনেছ ? বাচ্চারা জানে আমরা হলাম আত্মা। যদিও আত্মাকে দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু অবশ্যই আছে। আমরা হলাম আত্মা, স্টার সম। ভ্রুকুটির মধ্য স্থলে অবস্থিত। এইসময় বাচ্চারা তোমাদের আত্ম অভিমানী হতে হবে। এই দেহে যে বাস করে তাকে আত্মা বা দেহী বলা হয়। আত্মার গর্ব (অভিমান) হয় যে পরম পিতা পরমাত্মা এসে আমার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। বাচ্চারা পিতার কাছে জন্ম নিলে উত্তরাধিকারী হয়। তখন কেউ পাই পয়সার ভাগ্য অর্জন করে, কেউ আবার কিছুই প্রাপ্ত করেনা। শুধুমাত্র জন্ম লাভ করে। কারো ৫-৬ টি সন্তান থাকে। কম টাকার চাকরি পেলে ভাবে এই আমাদের ভাগ্যে ছিল। যখন অন্যদের দেখে - তাদের ভাগ্যে রয়েছে মহল, সম্পত্তি, মুকুট, সিংহাসন। মানুষের ভাগ্যের ভিন্নতা আছে কিনা। অতএব এখন তোমরা নিজেদের ভাগ্যকে জানো যে কিরূপ ভাগ্যের জন্যে আমরা পুরুষার্থ করি। ধনের জন্যে, সুখের জন্যে। মানুষ পুরুষার্থ তো করেই থাকে। ধনী মানুষ অসুস্থ হলে ভালো চিকিৎসা করে। তারা ভাবে ধন থাকলে ভালো চিকিৎসা হবে। আসল ধন-ই হল মুখ্য কথা। তোমরা খুব শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হও শ্রীমতের দ্বারা। বাচ্চারা জানে বাবা উঁচু থেকে উঁচু ভাগ্যের অধিকারী করেন কারণ তিনি নিজেই হলেন সর্বোচ্চ। এখন তোমরা ওঁনার সম্মুখে বসে আছ তাইনা। মা-বাবার কাছে বসে আছ। কেউ রাজা রানী রূপে চিন্তা করে যে আমরা এমন কর্ম করেছি যে রাজার ভাগ্য প্রাপ্ত করেছি। এখন তোমরা জানো আমরা যে লক্ষ্মী নারায়ণের চিত্র দেখি তাঁরাও নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে ভাগ্য নির্মাণ করেছে। তোমরা এই বুদ্ধি প্রাপ্ত করেছ। মানুষের বুদ্ধিতে এইসব আসবেনা। এত ধনবান মানুষ , তারা এমন ভাগ্য কোথায় পেয়েছে ? বলবে পূর্ব জন্মে এমন কর্ম করেছে যে এমন ধনী মানুষ হয়েছে। কর্মের ফল কিনা। গায়নও আছে কর্মের গতি অতি বিচিত্র। মানুষ পূর্ব জন্মের

কর্ম অনুসারে ভোগ করে। এখন তোমরা উচ্চতম লক্ষ্মী নারায়ণের ভাগ্যের সমকক্ষে এসেছ। তাঁরা যে সত্যযুগের মালিক হন তাঁদের কর্মের গতি কে এমন করেছে তাঁরা যে বিশ্বের মালিক হয়েছেন। তোমরা সম্পূর্ণ চক্রকে জেনেছ।

তোমরা ব্রাহ্মণ এখন স্ব দর্শন চক্রধারী হয়েছ। অন্য ব্রাহ্মণরা স্ব দর্শন চক্রধারী হবেনা। তারাও ব্রাহ্মণ, তোমরাও ব্রাহ্মণ। কিন্তু তোমরা জানো যে আমরা হলাম প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রহ্মা মুখবংশী। নিশ্চয়ই ব্রহ্মাও কারো সন্তান হবেন। তিনি হলেন শিববাবার সন্তান। শিববাবা হলেন রচয়িতা, ওঁনার কোনো পিতা নেই। অতএব এখন তোমাদের ভাগ্য পরম পিতা পরমাত্মা তৈরি করছেন। পিতার দ্বারা-ই ভাগ্য নির্মাণ হয়। কাকা, মামা ইত্যাদির দ্বারা নয়। হ্যাঁ , কারো হতেও পারে। যদি তারা অ্যাডপ্ট করে তাহলে। তোমাদেরও অ্যাডপ্ট করা হয়েছে, ড্রামা অনুযায়ী কল্প পূর্বের মতন। ওঁনার চেয়ে উচ্চতম কেউ নয়। প্রজাপিতা ব্রহ্মার অসংখ্য বাচ্চা আছে। উনি বাবার কাছে কি বর্সা প্রাপ্ত করেন। তোমরা বুঝেছ যে শিববাবা হলেন সব আত্মাদের পিতা এবং ব্রহ্মা হলেন সব জীব আত্মাদের পিতা। যার ফলে তোমরা সম্পর্কে ভাই-বোন হয়ে যাও। বাচ্চারা, বাবা তো তোমাদের বলেন - দেখেছ, তোমাদের ভাগ্য কতখানি শ্রেষ্ঠ ! আমি তোমাদের শিক্ষা দিয়ে কত ভাগ্যবান করি। যথাযথভাবে সত্যযুগের আদি কালে শ্রী লক্ষ্মী-নারায়ণ বা এই স্বর্গবাসীদের রাজধানী ছিল। তাঁদের ভাগ্য কত শ্রেষ্ঠ কত উঁচু করেছেন। এই রহস্য বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে শিববাবা দেবতাদের শ্রেষ্ঠ ভাগ্য প্রদান করেছিলেন। তাঁরা সেই ভাগ্য ভোগ করে ৮৪ জন্ম পূর্ণ করেছেন। এখন পুনরায় সেই ভাগ্য তৈরি করছেন। এই জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। জ্ঞানের সাগর শিববাবা ছাড়া এ সব কেউ বোঝাতে পারেনা। এমন বাবা হলেন কত প্রিয়, লাভলী। বাবাও বলেন বাচ্চারা তোমরাও হলে লাভলী। তোমাদের আমি আদেশ করি যে নিরন্তর আমায় স্মরণ করার অভ্যাস কর তাহলে তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। তোমরা জানো যে শিববাবা এখন এই ব্রহ্মা দেহে সম্মুখে বিরাজিত আছেন। বাবা বুঝিয়েছেন আমি তো সর্বদা নিরাকার। আমার নাম শিব। আমি সাকারে এসে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিনা। এখন আমি এসেছি। তোমরা জানো কে কথা বলছেন! তোমাদের বুদ্ধি ঊর্ধ্বে গমন করে। তিনি হলেন নিরাকার পরম পিতা পরমাত্মা জ্ঞানের সাগর। তিনি হলেন ভাগ্য বিধাতা। হেভেনলি গড ফাদার হেভেনের রচনা করবেন তাই না ! তোমরা জানো বাবা কিভাবে ব্রহ্মা দেহে উপস্থিত হয়ে সম্মুখে কথা বলছেন। বলেন প্রিয় বাচ্চারা , এবার ড্রামা পূর্ণ হয়েছে। আত্মা শোনে। আত্মা-ই জানে যে এই কথাটি যথার্থ। বাবা বলেন যত পারো আমায় স্মরণ করো এবং সৃষ্টি চক্রের নলেজ তোমাদেরই দেওয়া হয়েছে। কারো ভালোরকম ধারণা হয়, কেউ ভুলে যায়। এখন তোমরা বসে আছ, তোমাদের এই জ্ঞানের অমৃত দেওয়া হচ্ছে অথবা নলেজ প্রদান করা হচ্ছে। সামনে শিববাবা বসে আছেন। তিনি জনম-মরণের চক্রে আসেন না। তোমাদের তো জন্ম প্রতি জন্ম নাম, রূপ, দেশ, কাল পরিবর্তন হয়। পৃথক স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। এইসব কত গুহ্য কথা। তোমাদের আত্মা ক্ষণে ক্ষণে এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ ধারণ করে। এই সময়ে তোমাদের যা রূপ, অন্য জন্মে তেমন রূপ হবেনা। একে অপরের সাথে মিল থাকেনা। আত্মা এক দেহ ত্যাগ করে অন্য দেহ নেয় তখন আত্মার কার্যকলাপ, চিন্তাধারা সব বদলে যায়। আত্মাকে অনেক বিভিন্ন পার্ট প্লে করতে হয়। ভিন্ন নাম, রূপ, দেশ, কাল সমন্বয়ে পার্ট প্লে করে। পার্টও পরিবর্তিত হয় - কখনও রাজার, কখনও প্রজার। এমন নয় কখনও কুকুর বেড়াল হবে। না। এখন তোমরা জানো আমরা ভবিষ্যতে প্রিন্স-প্রিন্সেস হওয়ার জন্যে পুরুষার্থ করি। মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হচ্ছি। মাম্মা-বাবাও পুরুষার্থ করছেন। ভবিষ্যতে গিয়ে লক্ষ্মী-নারায়ণ হবে।

আমরাও যত নিজের ভাগ্য তৈরি করার পুরুষার্থ করব ততই সুখ প্রাপ্ত করব। বিশাল এই উপার্জন ! তারা তো অল্পকালের সুখের জন্যে পড়াশোনা করে এই জন্মেই ব্যারিস্টার ইত্যাদি হয়। অন্য জন্মের কথা নেই। তাও হতেও পারে, নাও হতে পারে, এমন হওয়া সম্ভব। তোমরা তো বুঝেছ আমরা ভবিষ্যতে স্বর্গে নিশ্চয়ই যাব। সেখানে দেবী দেবতা রূপে পরিচয় পাব। এই কথা কখনও ভুলবেনা যে আমরা বাবার কাছে স্বর্গের সেই দিব্য সিংহাসনের অধিকার প্রাপ্ত করবই। শ্রেষ্ঠ থেকে শ্রেষ্ঠ হবই। গড ফাদার আমাদের শিক্ষা দেন সেসবও তো বুদ্ধিতে আসে। আমরা ভালো ভাবে পড়াশোনা করে ২১ জন্মের জন্যে নিজের প্রালব্ধ তৈরি করি। এই সময় যত পুরুষার্থ করবে ততই শ্রেষ্ঠ ভাগ্য নির্মাণ হবে। সেই ভাগ্য কল্প কল্প অক্ষুন্ন থাকবে তাই এইসময় ভাগ্য প্রাপ্তির জন্যে ভালোরকম পুরুষার্থ করা উচিত। খুব বিশাল এই ভাগ্য প্রাপ্তি। অগাধ সুখ আছে। যদিও এখানে অনেকের কাছে কোটি কোটি ধন আছে কিন্তু পাই পয়সার সুখ নেই। সেখানে তো পরম শান্তিতে আরামে প্রালব্ধ ভোগ করবে। এখানে তো কত বিপদ আপদ আছে। কিছু সময় পরে অনেকে দেউলিয়া হবে। অনেকের মৃত্যু হবে। যদিও ইনসিওরেন্স থাকবে তবুও ইনসিওরেন্স কোম্পানিই বা কি করবে ? হিরোশিমার কি অবস্থা হয়েছিল! কত জনের মৃত্যু হয়েছিল! ইনসিওরেন্স কোম্পানি দেউলিয়া হয়েছিল। এখানেও সেরকম হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। ইনসিওরেন্স কোম্পানি কাকে ধন প্রদান করবে ? একে অপরের জন্যে কে প্রদীপ দেবে ?

মানুষের মনে কত অন্ধ বিশ্বাস আছে ! বিখ্যাত মানুষদের কত খাতির করে। ঋষি মুনিদেকে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা হয়। যদিও ধর্মে বিশ্বাস নেই, কিন্তু সন্ন্যাসীদের চরণে প্রণাম করে। সাধু সন্ন্যাসীদের চরণে ষাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে। সন্ন্যাসীরা তাদের প্রণাম করবেনা, কারণ জানে যে আমরা উঁচু, আমরা পবিত্র। এইসব তো বাবা বলেন আমার প্রিয় বাচ্চারা - আমি তোমাদের নমস্কার করি। তোমরা হলে আমার মাথার মুকুটের ময়ূর। তোমরা হবে বিশ্বের মালিক। ব্রহ্মান্ডেরও তোমরাই মালিক হও। তোমরা ডবল মালিক হও। আমি একমাত্র ব্রহ্মাণ্ডের মালিক হই। এমন কথা বাবা ব্যতীত কেউ বোঝাতে পারেনা। তাহলে এমন বাবাকে কত স্মরণ করা উচিত, যাঁর কাছে এমন শ্রেষ্ঠ বর্সা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন - দেখো, কত বাচ্চারা এখান থেকে যায়। তারপর ৬ মাসে মুশকলে পত্র লেখে। আরে, প্রাণ দাতা প্রাণের চেয়ে প্রিয় বাবাকে পত্র লেখেনা। স্ত্রী পুরুষ একে অপরকে পত্র লেখে তো প্রাণেশ্বর লেখে, বাস্তবে তারা কেউ প্রাণেশ্বর নয়। প্রাণেশ্বর হল একমাত্র বাবা। সকল প্রাণের ঈশ্বর পিতা হলেন একজন। তিনি বলেন - প্রাণেশ্বর বাচ্চারা অর্থাৎ প্রাণ রক্ষাকারী ঈশ্বরের সন্তান। বাচ্চারাও বলে প্রাণেশ্বর বাবা, আমাদের প্রাণ রক্ষাকারী বাবা। এখান থেকেই এই নাম প্রচারিত হয়েছে। ভারতেই এমন প্রাণেশ্বর, প্রাণেশ্বরী নাম লেখা হয়। কিন্তু সেসব নেই। প্রাণ দান কেবল বাবা-ই করেন। বাবা বলেন তোমরা আমার আপন হও ফলে তোমাদের কেউ দুঃখ দিতে পারেনা। আত্মা-ই দুঃখ পায়, আত্মা অনুভব করে বাবা কত ভালোবেসে বোঝান। স্মরণও ওঁনাকেই করে, মহিমাও ওঁনারই করা হয়। মাম্মাকেও কত স্মরণ করা হয়। যে খুব ভালো সার্ভিস করে সে উঁচু পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করে। তার পরের সেকেন্ড নম্বরে থাকে যে সার্ভিসে বাবাকে ফলো করে। তোমাদের খুব দয়ালু হতে হবে। যেমন বাবা আমাদের তৈরি করেছেন , আমাদেরও অন্যদের সেরকম তৈরি করতে হবে। বিশাল সম্পত্তির প্রাপ্তি হয় কিনা - স্বর্গের রাজধানী ! সেখানে আমরা এত বিত্তবান হই যে সোনা-হীরে দিয়ে মহল তৈরি করব। মায়া জাদুকরের একটি খেলা দেখানো হয়। সে দেখে সোনার ইঁট পড়ে আছে, ভাবে কয়েকটা সঙ্গে নিয়ে যাই। তোমরাও সাক্ষাৎকারে স্বর্গে হীরে-জহরতের মহল দেখো। সোনার খনি দেখে ভাবো যে একটু সঙ্গে নিয়ে যাই। সূক্ষ্মবতনে সোনা

পাওয়া যায়না। সোনা থাকে বৈকুন্ঠে। তোমরা জানো সেখানে খনি থেকে আমরা বিমানে গিয়ে বিমান ভরে সোনা আনব। সোনার বড় বড় ইঁট হয়। এখনও ধনীদের কাছে সোনা তো আছে তাইনা। ভারতকে সোনা-রুপা তো নিশ্চয়ই রাখতে হবে। সবার কাছে বড় বড় গুহা নির্মিত রয়েছে, যাতে তাদের ধন কেউ লুট করতে না পারে । আগুনে না পড়তে পারে । অর্থাৎ সেসব ভবিষ্যতে তোমাদের হাতে আসবে। যে বিমান ইত্যাদি দ্বারা এখন বোমা বর্ষণ হয়, বিনাশের জন্য সেই সব জিনিস আবার সুখের নিমিত্তে কাজে আসবে। সত্যযুগে এইসব ছিল যা এখন লুপ্ত প্রায়। এখন আবার তৈরি হয়েছে। তোমরা জানো কিভাবে খনি থেকে নিয়ে আসা হয়। সব খনি নষ্ট হয়ে যায়। এখন হয়েছে সবই পুরানো। সুতরাং এমন ভাগ্য নির্মাতা বাবার কাছে সম্পূর্ণ সৌভাগ্য প্রাপ্ত করা উচিত। এই বিষয়ে গাফিলতি করা উচিত নয়। বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো। বাবা বলেন একের প্রতি মোহ যুক্ত হও। স্বর্গকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতা বাপদাদার স্মরণ স্নেহ ও সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) নিজের ভাগ্য শ্রেষ্ঠ করার কাজে গাফিলতি করবেনা। শ্রীমৎ অনুসারে ভালোভাবে চলে পড়াশোনার আধারে শ্রেষ্ঠ ভাগ্যের অধিকারী হতে হবে।

২) প্রাণেশ্বর বাবার স্মরণে থেকে সবাইকে প্রাণ দান করতে হবে। সবার প্রাণ রক্ষা করতে হবে। কাউকে দুঃখী করবেনা।

বরদান : - সদা সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত থাকতে পারা বাপদাদার হৃদয়াসীন ভব

ব্যাখা: বাপদাদার হৃদয়-আসন হল সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান। যে সদা বাবার হৃদয়াসনে বিরাজিত থাকে সে সুরক্ষিত থাকে। তার কাছে মায়া আসতে পারেনা। এমন হৃদয়াসীন আত্মা হয় নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত - এ হল নিশ্চিত, অটল। অতএব হৃদয়াসনে বিরাজিত হও। এই নেশায় থাকো যে এখন আমরা বাপদাদার হৃদয়াসনে বিরাজিত আছি এবং অনেক জন্ম রাজ্য সিংহাসনে বিরাজিত থাকব। এই রুহানী নেশায় থাকলে দুঃখের ঢেউ আসবেনা।

স্লোগান - বুদ্ধিতে কোনোরকম বোঝা না থাকলে বলা হবে ডবল লাইট ফরিস্তা।